মনে রাখবেন:

- বেপজা ইআইএস পাইলট এর আওতায় বেপজাধীন জোনসমূহের তৈরি পোশাক, গার্মেন্টস এক্সেসরিজ, টেক্সটাইল, লেদার ও ফুটওয়্যার শিল্প কারখানার শ্রমিককে কারখানায় পেশাগত দায়িত্বে থাকাকালীন অথবা দায়িত্বরত অবস্থায় কর্মস্থলের বাইরে দুর্ঘটনা এবং কর্মস্থলে যাতায়াতের সময় অর্থাৎ কমিউটিং দুর্ঘটনার ফলে "স্থায়ীভাবে কর্মে অক্ষম শ্রমিককে বা মৃত শ্রমিকের পরিবারকে" মাসিক আর্থিক সুবিধা প্রদান করবে।
- বেপজা ইআইএস পাইলট এর আওতায় ২১ জুন ২০২২ সালের পর থেকে কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনার ফলে স্থায়ীভাবে পঙ্গুত্ববরণকারী সকল শ্রমিককে ও মৃত্যুবরণকারী সকল শ্রমিকের পরিবারকে মাসিক সুবিধা প্রদান করবে। এক্ষেত্রে ২১ জুন ২০২২ তারিখের পূর্বের কোন দুর্ঘটনা বিবেচনাধীন হবে না।
- একইভাবে কমিউটিং দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে বেপজা ইআইএস পাইলট এর আওতায় কেবল ১ জুলাই ২০২৪ তারিখের পর থেকে ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিক বা তার পরিবারকে এই সুবিধা প্রদান করবে।
- কোনো শ্রমিকের বর্তমান আবাসস্থল থেকে কর্মক্ষেত্রে কিংবা কর্মক্ষেত্র থেকে শ্রমিকের বর্তমান আবাসস্থলে যাতায়াতের পথে ঘটিত দুর্ঘটনা এবং মধ্যাহ্নভোজের বিরতিতে যাতায়াতের দুর্ঘটনা এই পাইলটের আওতায় কমিউটিং দুর্ঘটনা হিসেবে বিবেচিত হবে।
- ইআইএস পাইলট কোনো শ্রমিকের স্বাভাবিক মৃত্যুর জন্য সুবিধা প্রদান করে না।
- ইআইএস পাইলট এর মাসিক সুবিধা "ইআইএস বেপজা ফান্ড" থেকে প্রদত্ত হবে, কারখানা থেকে নয়।
- মনে রাখবেন, ইআইএস পাইলট এর সুবিধা দুর্ঘটনাজনিত স্থায়ীভাবে কর্মে অক্ষমতা বা মৃত্যুর জন্য দেওয়া হয়।

- আরো মনে রাখবেন, ইআইএস পাইলট এর আওতায় প্রদত্ত এই আর্থিক সহায়তা একটি সুবিধা এবং এটি কোনো অধিকার নয়।
- স্থায়ীভাবে কর্মে অক্ষমতা বলতে বোঝায়, কোনো শ্রমিক দুর্ঘটনাজনিত আঘাতের পূর্বে কোনো কাজ সম্পাদন করতে পারতেন কিন্তু আঘাতের পর পারেননা (আংশিক বা সম্পূর্ণ) এরূপ স্থায়ী অক্ষমতা। কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনাজনিত আঘাতের তারিখের ১২ মাস পরে অথবা চিকিৎসা শেষে কাজে যোগদানের পরে স্থায়ী অক্ষমতা চিকিৎসাবিজ্ঞান অনুসারে নিশ্চিত করা হয়; এবং বাংলাদেশ ইপিজেড শ্রম আইন, ২০১৯ অনুসারে নিয়োগকর্তা প্রদত্ত স্বল্পমেয়াদী আয় প্রতিস্থাপনমূলক মাসিক সুবিধা বন্ধ হয়ে গেলেও স্থায়ী অক্ষমতা নিশ্চিত করা হয়।
- যদিও দুর্ঘটনার তারিখের কয়েক মাস পরে স্থায়ী অক্ষমতা মূল্যায়ন করা হবে, তথাপি দুর্ঘটনার পরপরই ইআইএস পাইলটের ক্ষতিপূরণের জন্য আবেদন করতে হবে।
- ইআইএস-পাইলট বর্তমানে বেপজার অধীন জোনসমূহের কেবল তৈরি পোশাক, গার্মেন্টস এক্সেসরিজ, টেক্সটাইল, লেদার ও ফুটওয়্যার শিল্প কারখানার শ্রমিকদের আর্থিক সুবিধা প্রদান করছে। তবে পরবর্তীতে অন্যান্য কারখানার শ্রমিকদেরও এই সুবিধার আওতায় আনার পরিকল্পনা রয়েছে।

যোগাযোগ ইআইএস-পাইলট স্পেশাল ইউনিট -----------

ভেরিফিকেশন, ডকুমেন্টেশন এন্ড কোরেস্পনডেন্স অফিসার

ফোন: ০১৮৮৬৯২১০৩০ (WhatsApp, Imo, Viber একই নম্বরে)

ইমেইল : specialunit@eis-pilot-bd.org,
verification@eis-pilot-bd.org

ঠিকানা : ইআইএস বেপজা স্পেশাল ইউনিট, বেপজা কমপ্লেক্স, ১৯/ডি, রোড নং-০৬, ধানমন্ডি, ঢাকা।

ওয়েবসাইট: www.eis-pilot-bd.org
www.bepza.gov.bd/eis

বেপজা-ইআইএস পাইলট বিষয়ক তথ্যকনিকা

বাংলাদেশ রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ (বেপজা) আইএলও (ILO) ও জিআইজেড (GIZ) এর কারিগরি সহায়তায় এবং আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ব্র্যান্ডের ক্রেতার অর্থায়নে জোনসমূহের মালিক ও শ্রমিক সংগঠনের সাথে যৌথভাবে BEPZA Employment Injury Scheme (EIS) Pilot (বেপজা ইআইএস পাইলট) কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।

বেপজা ইআইএস পাইলট জোনসমূহের তৈরি পোশাক, গার্মেন্টস এক্সেসরিজ, টেক্সটাইল, লেদার ও ফুটওয়্যার শিল্প কারখানার কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনাজনিত কারণে 'স্থায়ীভাবে কর্মে অক্ষম শ্রমিককে বা মৃত শ্রমিকের পরিবারকে' আর্থিক সুবিধা প্রদান করে।

শিল্প কারখানায় ও কারখানার বাইরে কর্মরত থাকাকালীন পেশাগত দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে ও কর্মস্থলে যাতায়াতের সময় দুর্ঘটনা ঘটলে যা করণীয়

সকল নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও সতর্ক থাকা সত্ত্বেও কর্মক্ষেত্রে অনাকাঙ্খিত দুর্ঘটনা ঘটতেই পারে। ইআইএস পাইলট থেকে এসব ক্ষেত্রে বিশেষ মাসিক সুবিধা প্রদান করে।

পেশাগত দায়িত্বে থাকাকালীন বা কর্মস্থলে আসা-যাওয়ার পথে দুর্ঘটনার ফলে অনাকাঙ্খিতভাবে কোনো শ্রমিক পঙ্গুত্ব অথবা মৃত্যুবরণ করলে...

ইআইএস ক্ষতিপূরণ পাওয়ার জন্য ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিক অথবা মৃত শ্রমিকের পরিবারকে যত দ্রুত সম্ভব কারখানার ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করতে হবে।

ইআইএস ক্ষতিপূরণের আবেদন ফরম নিম্নে উল্লেখিত ওয়েবসাইট এর লিংক থেকে অথবা কারখানায় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার কাছে পাওয়া যাবে:

- www.eis-pilot-bd.org/templates-for-eis-pilot-application
- www.bepza.gov.bd/eis

ইআইএস পাইলট পেশাগত দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে স্থায়ী অক্ষম শ্রমিককে নিয়মিত উপার্জন হারানোর জন্য ক্ষতিপূরণ এবং কোনো শ্রমিকের অপ্রত্যাশিত মৃত্যুর জন্য তার আয়ের উপর নির্ভরশীলদের ক্ষতিপূরণ প্রদান করে।

আবেদন ফরম কে পূরণ করবে?

ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিক অথবা দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণকারী শ্রমিকের পরিবারকে ইআইএস পাইলটের দীর্ঘমেয়াদী মাসিক সুবিধা পেতে কারখানার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা এই ফরম পূরণে সহায়তা করবেন।

আবেদন করার জন্য অক্ষম শ্রমিক বা মৃত শ্রমিকের পরিবারের কী কী থাকা জরুরি?

ইআইএস পাইলট এর আবেদন ফরম পূরণ করতে স্থায়ী ভাবে অক্ষম শ্রমিক বা মৃত্যুবরণকারী শ্রমিকের পরিবারের যে সকল কাগজপত্র প্রয়োজন:

- শ্রমিক/পরিবারের সদস্যদের এনআইডি কার্ড- এর ফটোকপি
- জন্ম সনদ (যদি এনআইডি কার্ড না থাকে)
- ব্যাংক একাউন্ট সংক্রান্ত তথ্য
- ওয়ারিশান সনদ (মৃত শ্রমিকের ক্ষেত্রে)। নিম্নের কিউআর কোড থেকে ওয়ারিশান সনদের ফরমেট ডাউনলোড করা যাবে।

- কারখানা থেকে যে সকল কাগজপত্র/ডকুমেন্ট আবেদন ফরমের সাথে দিতে হবে তার চেকলিস্ট/পুস্তিকা নিম্নের ওয়েবসাইট এর লিংক থেকে ডাউনলোড করা যাবে:
- https://www.eis-pilot-bd.org/brochure
- www.bepza.gov.bd/eis
- এছাড়াও, নিচের কিউআর কোড (QR Code) থেকেও এ চেকলিস্ট/পুস্তিকাটি ডাউনলোড করা যাবে:

কিভাবে বেপজায় আবেদনপত্র জমা দেওয়া হয়?

- পূরণকৃত আবেদন ফরম কারখানা হতে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ সংশ্লিষ্ট জোন অফিসের মাধ্যমে বেপজা নির্বাহী দপ্তরে ইআইএস পাইলট স্পেশাল ইউনিটে পাঠাবে।

- আবেদন প্রাপ্তির সাথে সাথে বেপজা ইআইএস পাইলট স্পেশাল ইউনিট (EIS-Pilot Special Unit) স্থায়ী অক্ষম শ্রমিক বা মৃত্যুবরণকারী শ্রমিকের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করবে এবং ইআইএস পাইলটের মাসিক সুবিধা গ্রহণ করার পদ্ধতি ব্যাখ্যা করবে।
- অতঃপর এ সংক্রান্ত এনডোর্সমেন্ট কমিটির অনুমোদনের পর ইআইএস পাইলটের আওতায় প্রদেয় অর্থ প্রতি মাসে আবেদনকারী/পোষ্যদের সংশ্লিষ্ট ব্যাংক একাউন্টে পাঠানো হবে।
- ইআইএস পাইলট সংক্রান্ত বিষয়ে অথবা বেপজায় জমা হওয়া আবেদনের অগ্রগতি জানতে সংশ্লিষ্ট জোনের শিল্প সম্পর্ক শাখার প্রধান (বেপজা হেল্প লাইন: ১৬১২৮) এর মাধ্যমে অথবা নিচের ফোনে অথবা ই-মেইলে আহত শ্রমিক বা নিহত শ্রমিকের পরিবার যোগাযোগ করতে পারবে:

মোবাইল: ০১৮৮৬৯২১০৩০
ইমেইল: specialunit@eis-pilot-bd.org,
verification@eis-pilot-bd.org